কৃষিঋণ মকুব হবে, আশায় কৃষকরা

চিন্তায় পড়েছেন ব্যাংক কর্তারা

সপ্তর্ষি সরকার ● ধূপগুড়ি

৮ নভেম্বর ঃ সেপ্টেম্বর মাস থেকেই কিষান ক্রেডিট কার্ডধারী কৃষকদের রবি মরশুমের জন্য কৃষিঋণ দেওয়া শুরু করেছে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলি। অন্যদিকে, গতবারে রবি মরশুমে আলুচাষের জন্য দেওয়া বিপুল পরিমাণ অনাদায়ী কৃষিঋণ নিয়ে চিন্তায় পড়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলি। ব্যাংকগুলির কাছে গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো নতুন করে জমতে শুরু করেছে রবি মরশুমে কৃষিঋণ দেওয়ার আর্জি। উল্লেখ্য, প্রতিটি জেলায় প্রতি মরশুমে কোন ফসলের জন্য কত কৃষিঋণ দেওয়া হবে তা ঠিক করেন জেলাশাসক সহ সরকারি আধিকারিক এবং ব্যাংকগুলির যৌথ সংগঠনের প্রতিনিধিরা। জানা গিয়েছে, গত বছর জলপাইগুড়ি জেলার ক্ষেত্রে রবি মরশুমের মূল চাষ অর্থাৎ আলুর জন্য একর প্রতি সাতষট্টি হাজার টাকা কৃষিঋণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। কিছু কিছু ব্যাংক এর বাইরেও কিছু অতিরিক্ত ঋণ দেয় কৃষকের আনুষঙ্গিক খরচের জন্য। জেলার ব্যাংক কর্তাদের সূত্রে পাওয়া হিসেব অনুযায়ী, গত বছর জলপাইগুড়ি জেলায় সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক মিলে প্রায় তিনশো কোটি টাকা কৃষিঋণ দিয়েছে। এর বাইরে জেলা কোঅপারেটিভ ব্যাংক তাদের শাখা সমবায়গুলির মাধ্যমে গত বছর আলুর মরশুমে দিয়েছে আরও দুশো কোটি টাকারও বেশি ঋণ। কিন্তু সর্বশেষ পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত গত বছর আলুর মরশুমে দেওয়া কৃষিঋণের মধ্যে জেলায় সব রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক মিলে প্রায় ষাট শতাংশ ঋণ অনাদায়ী পড়ে রয়েছে। ব্যাংক কর্তা থেকে আধিকারিক, সকলেই মনে করছেন যে সামনেই লোকসভা নির্বাচন থাকায় অধিকাংশ কৃষক ধরে নিয়েছেন এবছর কৃষিঋণ মকুব করবে কেন্দ্রীয় সরকার। সেই আশাতেই গতবারের কৃষিঋণ পরিশোধে অনীহা দেখাচ্ছেন কৃষকরা, এমনই মত ব্যাংক কর্তাদের। সূত্রের খবর, এই অনাদায়ী কৃষিঋণের পরিমাণ নিয়ে বৃহস্পতিবার দীর্ঘসময় আলোচনা হয়েছে জেলা সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাংকের বোর্ডের সভায়। জেলা সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাংকের সহসভাপতি কমলচন্দ্র রায় বলেন, 'আমরা জেলাজুড়ে ছড়িয়ে থাকা সমবায়গুলির সঙ্গে সরাসরি কথা বলছি। এতে যে তথ্য উঠে আসছে তাতে জানা যাচ্ছে, কৃষকরা কেন্দ্রের তরফে কৃষিঋণ মকুবের আশায় রয়েছেন। আমরা সকলকে বলেছি, যদি সত্যিই তা হয় তাহলেও বকেয়া ঋণ না শোধ করলে আমরা নতুন মরশুমে ঋণ দিতে পারব না কৃষকদের।'

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের কর্তা অরুণাভ বিশ্বাস বলেন, 'আমরা সমস্যায় পড়েছি একথা ঠিক। কৃষকদের সঙ্গে কথা বলছি। তাঁদের বোঝানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। জেলাজুড়ে গত বছর আলুচাষের জন্য দেওয়া ঋণের মধ্যে গড়ে ষাট শতাংশ ঋণ অনাদায়ী পড়ে রয়েছে এখনও।' এদিকে, আগামী ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত চলতি বছরের আলু চাষের জন্য কৃষিঋণ দেওয়া হবে।

জেলায় কৃষিঋণের পরিমাণ নির্ধারণকারী সরকারি ও ব্যাংক আধিকারিকদের কমিটির সভায় গতবারের একর প্রতি সাতষট্টি হাজার টাকা থেকে বেড়ে এবারে একর প্রতি চুয়াত্তর হাজার টাকা কৃষিঋণ দেওয়ার কথা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কিন্তু গতবারের অনাদায়ী ঋণের ঠেলা সামলাতে গিয়ে এবারে ঋণ দিতে দোটানায় পড়েছেন ব্যাংক কর্তারা। কৃষক সংগঠনের নেতৃত্ব অবশ্য কৃষকদের এই ঋণ শোধের অনীহাকে সঠিক বলেই মনে করেন। সারা ভারত কৃষক সভার ধূপগুড়ি থানা কমিটির সম্পাদক প্রাণগোপাল ভাওয়াল বলেন, 'দেশের কর্পোরেট ক্ষেত্রের ঋণ যদি মকুব হতে পারে তাহলে কৃষকরা কী অন্যায় করলেন। আমরা বলব, তাঁরা যেন কৃষিঋণ পরিশোধ না করে কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর চাপ দেন যাতে ঋণ মকুব করা হয়। দেশের মোট কর্পোরেট ঋণের তুলনায় কৃষিঋণ নগণ্যই। তাই এই ঋণ অবিলম্বে মকুব করুক দেশের সরকার।'

চোপড়া পরিস্থিতি

রাহুলকে জানাবে কংগ্রেস

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৮ নভেম্বর ঃ পুজোয় মহাষ্টমীর দিন তাঁকে কলকাতায় আনার চেষ্টা সফল হয়নি। তবু দলের সর্বভারতীয় সভাপতি রাহুল গান্ধিকে আনার ব্যাপারে হাল ছাড়েনি প্রদেশ কংগ্রেস। রাহুলকে এনে রাজ্যে দলের হালহকিকত ফেরানোর চেষ্টা বহাল রেখেছেন প্রদেশ নেতারা। এই মুহূর্তে দেশের তিন রাজ্য রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড়ের বিধানসভা ভোট নিয়ে ব্যস্ত রাহুল। ভোট মিটলে তাঁকে যাতে আনা যায় সেই চেষ্টায় এতটুকু কসুর করছেন না রাজ্য কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ। প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিতে সিদ্ধান্ত নিয়ে রাহুলকে আমন্ত্রণ জানানো হবে এবার। প্রদেশ সভাপতি সোমেন মিত্র বৃহস্পতিবার জানালেন, 'আগামী ১৩ ও ১৪ নভেম্বর আমরা বৈঠকে বসছি। জেলা ও ব্লক সভাপতিরা ছাড়াও প্রদেশ নেতৃবৃন্দ সবাই থাকবেন। দলের সর্বভারতীয় সভাপতি রাহুল গান্ধিকে রাজ্যে আনার ব্যাপারেও কথা হবে। তাঁকে আনা মানেই দলের কর্মী ও সমর্থকদের সঙ্গে নেতাদের মধ্যেও নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি হওয়া। এই প্রচেষ্টার পাশাপাশি রাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়েও আমরা পর্যালোচনা করব। আগামী ১৭ নভেম্বর উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুরে দলের কর্মসূচি রয়েছে। আমরা যাচ্ছি। চোপড়ায় কংগ্রেসিরা খুন হচ্ছেন। শুধু চোপড়া কেন, রাজ্যের সর্বত্র দলের কর্মীরা শাসকদল এবং পুলিশের হাতে অত্যাচারিত হচ্ছেন। উত্তরবঙ্গের নেতারা চাইছেন চোপড়ার ঘটনা নিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস কর্মসূচি নিক। এই নিয়ে রাজ্যে দলের অন্যতম কার্যকরী সভাপতি শংকর মালাকারের সঙ্গেও আমার কথা হয়েছে। চোপড়ার ঘটনার প্রতিবাদে প্রদেশ কংগ্রেস রাজ্যপালের কাছে স্মারকলিপি দিতে চায়।'

এই নিয়ে এদিন শংকরবাবুকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'চোপড়া নিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস প্রতিবাদ জানাতে ১৩ বা ১৪ নভেম্বর রাজ্যের রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠীর কাছে স্মারকলিপি দিতে চায়। এই ব্যাপারে রাজ্যপালের কাছে সময় চাইতে পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। শুধু চোপড়া কেন, সারা রাজ্যেই কংগ্রেস কর্মী ও নেতাদের অবস্থা ভয়াবহ। শাসকদল তৃণমূলের অত্যাচার ও নিপীড়ন তো আছেই। সেই সঙ্গে পুলিশও মিথ্যা মামলায় কংগ্রেস নেতা ও কর্মীদের ফাঁসাচ্ছে। সামগ্রিকভাবে চোপড়ার সঙ্গে রাজ্যের এই ভয়াবহ পরিস্থিতির কথা রাজ্যপালকে জানাতে চাই আমরা। তাঁর হস্তক্ষেপও দাবি করব আমরা। দলের সর্বভারতীয় সভাপতি রাহুল গান্ধিকে এই রাজ্যে আনার বিষয়টিও আমরা আলোচনার মধ্যে রেখেছি। আমরা তাঁকে এনে এখানে একটি কর্মী সম্মেলন করতে চাই। কলকাতার নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামেই ওই সম্মেলন করার চেষ্টা হবে।'

মধ্যপ্রদেশে এগিয়ে বিজেপি

নয়াদিল্লি, ৮ নভেম্বর ঃ মধ্যপ্রদেশে আসন্ন বিধানসভা ভোটে বিজেপির প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা প্রবল বলে জানাল একটি প্রাক্-নির্বাচনি সমীক্ষা। টাইমস নাউ-সিএনএক্সের ওই সমীক্ষায় বলা হয়েছে, ২৩০টি আসনের মধ্যে বিজেপি পেতে পারে ১২২টি আসন। কংগ্রেসের ঝুলিতে যেতে পারে ৯৫টি আসন। মায়াবতীর বসপা ৩টি আসন পেতে পারে। বাকি ১০টি আসন পেতে পারে জিজিপি, সপা, বাম ও অন্যরা।

আজকের দাম

পেট্রোল টাঃ ৮০.০১

ডিজেল টাঃ ৭৪.৬৪

তেল কোম্পানি ও দূরত্ব অনুযায়ী দাম সামান্য কমবেশি হবে।

–সূত্র ইন্ডিয়ান অয়েল

আবহাওয়া

৮ নভেম্বরের তাপমাত্রা

	সর্বোচ্চ (ডি.সে.)	সর্বনিম্ন (ডি.সে.)
কলকাতা	২৭.৪	২০.৬
শিলিগুড়ি	২৯.০	১৭.২
জলপাইগুড়ি	২৮.৭	১৬.৫
কোচবিহার	২৯.১	১৫.১
আলিপুরদুয়ার	২৯.০	১৪.৮
মালদা	২৯.৮	১৯.০
রায়গঞ্জ	২৯.৫	১৯.২
গ্যাংটক	১৭.২	৯.৯

শুক্রবারের পূর্বাভাস ঃ পরিষ্কার আকাশ।

বিন্দু বিসর্গ

গতকাল দারুণ গেছে। কেউ মিত্রোঁ বলে ডাকেনি!

ময়নাগুড়িতে ছটপুজোর জন্য প্রস্তুতি চলছে। ছবি ঃ অর্ঘ্য বিশ্বাস

মোদিকে তির মমতার

প্রথম পাতার পর

এর ফলে আরও সুশৃঙ্খল হয়েছে ভারতে কর ব্যবস্থা।' কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর দাবি, 'নোট বাতিলের জেরে ভারতীয়দের জীবনের মানোন্নয়ন হয়েছে। এই পদক্ষেপের কারণে গরিবদের জন্য সম্পদ, রাজস্ব ও পরিকাঠামো তৈরি করা সম্ভব হয়েছে।' দেশের অর্থনীতিকে ডিজিট্যাল অর্থনীতিতে রূপান্তরিত করার জন্য গোটা আর্থিক ব্যবস্থাকে ঝাঁকুনি দেওয়া জরুরি ছিল বলেও ফেসবুকে দাবি করেন জেটলি। আয়কর রিটার্ন ও আয়করদাতার সংখ্যা বৃদ্ধিকে নোট বাতিলের সাফল্য হিসেবে দেখানোর চেষ্টাতেও এদিন কার্পণ্য করেননি অর্থমন্ত্রী।

দু-বছর আগে ৮ নভেম্বর রাত আটটা নাগাদ জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়ে ঐতিহাসিক নোট বাতিলের সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। পুরোনো নোট বদল ও জমা করার জন্য দেশের কোটি কোটি সাধারণ মানুষকে লাইন দিতে হয়েছিল ব্যাংক ও ডাকঘরগুলির বাইরে। নোট বাতিলের লাইনে দাঁড়াতে গিয়ে মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছিল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়ানো সত্ত্বেও খালি হাতে ব্যাংক, ডাকঘর থেকে ফিরে আসতে হয়েছিল বহু মানুষকে। হাত উলটে দিয়েছিল এটিএম-ও। কালো টাকা ও জাল নোটের সমান্তরাল কারবার রুখতে ও জঙ্গিদের আর্থিক মদতের ঘাড় ভাঙতে মোদি সরকারের ওই সিদ্ধান্ত কতটা কার্যকর হয়েছিল তা নিয়ে এখনও বিতর্ক চলছে। প্রায় প্রতিদিনই দেশের কোনো না কোনো প্রান্তে মহাত্মা গান্ধি সিরিজের জাল নোট বাজেয়াপ্ত করছে নিরাপত্তা সংস্থাগুলি। অপরদিকে, রিজার্ভ ব্যাংকও সম্প্রতি জানায়, বাতিল নোটের ৯৯.৩ শতাংশ ব্যাংকের হাতে ফিরে এসেছে। এই ঘটনাগুলিকে সামনে রেখে এদিন কড়া সুরে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানান মনমোহন সিং। তিনি বলেন, 'প্রায়ই বলা হয়, সময় নাকি সমস্ত ক্ষত ভুলিয়ে দেয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত নোটবন্দির ক্ষেত্রে বিমুদ্রাকরণের ক্ষত ও দাগ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আরও প্রকট হয়ে উঠছে।' নোট বাতিলের সিদ্ধান্তের জেরে ভারতের অর্থনীতি ও সমাজে যে ব্যাপক প্রভাব পড়েছে তা এখন সবার কাছেই স্পষ্ট বলে জানান প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, বয়স, লিঙ্গ, ধর্ম, বর্ণ, পেশা নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষ এই সিদ্ধান্তের ভুক্তভোগী। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগীরা নোট বাতিলের ধাক্কা সামলে উঠতে পারেননি। কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও সরাসরি প্রভাব ফেলেছে নোট বাতিল।

নোটবন্দিকে কেলেঙ্কারি বলে আখ্যা দেন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধিও। প্রথমে টুইটারে, পরে এক বিবৃতিতে রাহুল গান্ধি বলেন, 'এই কেলেঙ্কারিটি প্রধানমন্ত্রীর সুটবুট পরা বন্ধুদের কালো টাকা সাদায় পরিণত করার একটি ধূর্ত স্কিম ছিল।' নোট বাতিলকে মোদি সরকারের আত্মঘাতী হামলা বলেও কটাক্ষ করেন তিনি। দেড় কোটি চাকরি ও জিডিপির অন্তত ১ শতাংশ এই সিদ্ধান্তের ফলে নষ্ট হয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। অর্থমন্ত্রী এদিন যেভাবে নোটবন্দির সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সাফাই দিয়েছেন, তারও সমালোচনা করেন রাহুল।

রেল-বন সমন্বয় বৈঠক না হওয়ায় শঙ্কা বাড়ছে

কোচবিহার, ৮ নভেম্বর ঃ রেল ও বন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় বৈঠক গত চারমাস ধরে বন্ধ রয়েছে। ফলে ডুয়ার্সের রেলপথে হাতির মৃত্যু বা দুর্ঘটনা এড়াতে বিভিন্ন প্রকল্প ও পরিকল্পনা রূপায়ণের কাজ কার্যত থমকে রয়েছে। শীতের শুরুতেই কুয়াশার জন্য রেলপথের দৃশ্যমানতা কমতে থাকায় শঙ্কাও বাড়ছে। রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশন কর্তৃপক্ষ অবশ্য বলছে, তারা বৈঠক করার জন্য বন দপ্তরের কাছে বারবার চিঠি পাঠিয়েছে। কিন্তু বৈঠকের তারিখ তারা দেয়নি।

রেল সূত্রে জানা গেল, প্রতি তিনমাস অন্তর রেল ও বন দপ্তরের মধ্যে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হয়। আলিপুরদুয়ার জংশন থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত যে ১৬৮ কিলোমিটার রেলপথ রয়েছে পাহাড়, জঙ্গল, অভয়ারণ্য ঘেরা এই এলাকা দিয়ে ট্রেন চলায় বহু হাতির মৃত্যু হয়েছে। মাঝে ২০১৭ সালে দুর্ঘটনা কমে গেলেও পুজোর আগে ফের দুর্ঘটনায় দুটি হাতির মৃত্যু হয়। সমন্বয় রাখতে রেল ও বন দপ্তরের শেষ বৈঠকটি হয়েছিল চলতি বছরের ৮ জুলাই। তারপর চারমাস হয়ে গেলেও এখনও বৈঠক হয়নি। প্রশ্ন উঠেছে, এইরকম গুরুত্বপূর্ণ একটি বৈঠক কেন করা হচ্ছে না? শীতের সময় কুয়াশার ফলে এমনিতেই দৃশ্যমান্যতা কমে যায়। এছাড়াও এই সময় রেললাইনের ধারে ধানি জমি থাকলে সেখানে ধান খাওয়ার জন্য হাতিরা আসে। ফলে দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকে। এই বিষয়গুলি নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হওয়ার কথা বলে জানা গিয়েছে। ট্রেনের গতি এবার শীতের মরশুমে কতটা রাখা হবে এবং হাতির গতিবিধি জানতে সিসিটিভি ক্যামেরা ও র‍্যাডার লাগানোর ব্যবস্থা নিয়ে পর্যালোচনা করতেই এই বৈঠক হওয়ার কথা।

রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ডিআরএম চন্দ্রভীর রমণ বলেন, 'রেলের পক্ষ থেকে বন দপ্তরকে অক্টোবর মাসে বৈঠক করার জন্য চিঠি পাঠানো হয়। কিন্তু তারা পুজোর জন্য সেই সময় বৈঠকের তারিখ দেয়নি। এরপর চলতি মাসের প্রথমে একবার তারিখ ঠিক করার জন্য বলা হয়। কিন্তু তারা এখনও তারিখ জানায়নি। রেল শীঘ্রই বৈঠকে বসতে চায়। বন দপ্তর তারিখ দিলেই বৈঠক হবে।' বন দপ্তরের চিফ কনজারভেটর (নর্থ) উজ্জ্বল ঘোষ অবশ্য বলেন, '২২ নভেম্বর বৈঠক হবে।'

আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে বিজ্ঞপ্তি

আলিপুরদুয়ার, ৮ নভেম্বর ঃ আলিপুরদুয়ার কলেজেই গড়ে উঠতে চলেছে নয়া বিশ্ববিদ্যালয়। রাজ্য সরকারের তরফে আইন পাস করে বুধবার এ নিয়ে গেজেট নোটিফিকেশন করা হয়েছে। সেই নোটিফিকেশনে আলিপুরদুয়ার ইউনিভার্সিটি অ্যাক্টে আলিপুরদুয়ার কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করার কথা বলা হয়েছে। বৃহস্পতিবার এই খবর জানিয়েছেন বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তী। তিনি জানান, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ সফরে এলে তাঁর হাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আলিপুরদুয়ার কলেজের জমির কাগজপত্র তুলে দেওয়া হয়। কয়েকদিনের মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে যে দ্রুততায় আলিপুরদুয়ার ইউনিভার্সিটি অ্যাক্ট পাস হল তা অভাবনীয়। মুখ্যমন্ত্রীর ইচ্ছাতেই তা সম্ভব হয়েছে। আলিপুরদুয়ার কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করতে শীঘ্রই একটি প্রতিনিধিদল আলিপুরদুয়ারে আসবে।'

আলিপুরদুয়ার ইউনির্ভাসিটি অ্যাক্ট অনুযায়ী নয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্টস, কমার্স, সায়েন্স-এর বিভিন্ন বিষয়ে পঠনপাঠন ও গবেষণার সুযোগ থাকবে। তা ছাড়া নয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে চা-এর উপরেও বিশেষ পঠনপাঠন এবং গবেষণার সুযোগ থাকবে বলে জানা গিয়েছে। আলিপুরদুয়ার কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করা হলেও এখানে স্নাতকস্তরের পঠনপাঠন যথারীতি চলবে বলে অ্যাক্টে বলা হয়েছে। আলিপুরদুয়ার কলেজে এখন যে অধ্যাপকরা রয়েছেন তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানোর নিয়মগত যোগ্যতা থাকলে তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে পারবেন বলেও জানা গিয়েছে। তবে আলিপুরদুয়ার কলেজ পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হওয়ায় কলেজের পরিচালন সমিতির পরিকাঠামো পুরোপুরি বদলে যাবে। এক্ষেত্রে প্রথমে ইউনিভার্সিটি কাউন্সিল এবং পরে এগ্‌জিকিউটিভ কাউন্সিল গঠন করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগের পর কীভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ শুরু হবে তার রূপরেখা ঠিক করা হবে। পঠনপাঠন শুরু করার জন্য বোর্ড অফ স্টাডিজ, রেজিস্ট্রার, কনট্রোলার অফ এগ্‌জামিনেশন প্রভৃতি পদে নিয়োগ করা হবে।

কারণ খুঁজছেন চিকিৎসকরা

প্রথম পাতার পর

শহরের বেশ কয়েকটি ওয়ার্ডে জ্বরের প্রকোপ এতটাই যে প্রায় প্রতিটি ঘরেই খোঁজ মিলছে জ্বরে আক্রান্ত রোগীর। যদিও শিলিগুড়ি পুরনিগমের ১৪ এবং ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে এই জ্বরের প্রকোপ বেশি থাকলেও এর কারণ খুঁজতে গিয়ে হিমসিম অবস্থা শিলিগুড়ি পুরনিগমের।

ডাঃ পি ডি ভুটিয়ার বক্তব্য, 'শুধু প্লেটলেটই নয়, প্রবল জ্বরে ডব্লিউবিসি-ও কমে যাচ্ছে। লিভারে সমস্যা দেখা যাচ্ছে। অনেক রোগী এখনও আসছেন। তবে যাঁরা প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হয়েছেন তাঁদের রক্তপরীক্ষায় এনএসওয়ান পজিটিভ ধরা পড়লেও ম্যাক এলাইজা পরীক্ষা হলেই রোগীর ডেঙ্গু হয়েছে কিনা বোঝা যাবে।' ডাঃ শেখর চক্রবর্তীর বক্তব্য, 'এবার গত বছরের থেকে জ্বরের চরিত্রটা অনেকটা বদলেছে। জ্বরের সঙ্গে এবার ডায়ারিয়াও হচ্ছে অনেক রোগীর। তবে জ্বর শুরুর পাঁচদিন পর ম্যাক এলাইজা পরীক্ষা করা দরকার। কারণ প্রথম দু-তিনদিনের মধ্যেই যদি ম্যাক এলাইজা পরীক্ষার জন্য রক্ত পাঠানো হয়, তবে সঠিক রিপোর্ট পাওয়া সম্ভব নয়।' ডাঃ শঙ্খ সেনের বক্তব্য, 'ম্যাক এলাইজা পরীক্ষার পর অনেকের রক্তে ডেঙ্গুর জীবাণু পাওয়া যাচ্ছে ঠিকই, তবে তা তুলনামূলকভাবে গতবারের তুলনায় কম। যাঁদের ডেঙ্গুর জীবাণু ধরা পড়ছে না অথচ প্রবল জ্বরের সঙ্গে প্লেটলেট, ডব্লিউবিসি কমে যাচ্ছে তাঁরা ডেঙ্গুর মতো অন্য কোনো ভাইরাসে আক্রান্ত হচ্ছেন। তবে তিন-চারদিনের মধ্যে জ্বর কমে গেলেও পঞ্চম থেকে সপ্তম দিন পর্যন্ত প্রতিদিন রক্তপরীক্ষা ও চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন।'

দখল করা জমি

প্রথম পাতার পর

বুধবার খবর প্রকাশিত হতেই এই জমির কয়েকজন ক্রেতা বিক্রেতাদের কাছে গিয়ে দরবার করেন বলে খবর। সেই সময় বিক্রেতারা বলেছে, 'কোনো সমস্যা হবে না। আপনারা ঘরবাড়ি তৈরি করে বসবাস করুন। এই জমির পাট্টা পাইয়ে দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের।' তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় নেতৃত্বের দাবি, দলের অনেক বড়ো মাথাকে মোটা টাকা দিয়েই এই জমির কারবার করছে কয়েকজন নেতা। বাতাসির জমি কেলেঙ্কারির খবর একাধিকবার শীর্ষস্তরের নেতাদের জানানো হয়েছে। কিন্তু জমি প্রতিদিনই বিক্রি হয়ে যাচ্ছে।

তৃণমূলের খড়িবাড়ি ব্লক সভাপতি হিরন্ময় রায় বলেন, 'বাতাসির জমি নিয়ে আমরা প্রশাসনিক স্তরে বারবার ব্যবস্থা নিতে বলেছি। জমি মাফিয়ারা যে দলেরই হোক না কেন প্রত্যেকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। ভূমি ও ভূমিসংস্কার দপ্তরের আধিকারিকরা যেভাবে এই জমি দুর্নীতিতে মদত দিচ্ছেন এবং চুপিচুপি জমির পাট্টা প্রদান, একজনের জমি অন্যজনের নামে লিখে দিচ্ছেন তা বন্ধ হওয়া উচিত। আধিকারিকরা ঠিক থাকলে এভাবে জমি জালিয়াতি হতে পারে না।'

উত্তরবঙ্গ ডেন্টাল কলেজ। – সংবাদচিত্র

পরিসেবা অমিল

প্রথম পাতার পর

কিন্তু এই পরিসেবা চালু না হওয়ায় হাজার হাজার টাকা দিয়ে বেসরকারি ল্যাব থেকে দাঁত বাধাই, আরসিটি করা সহ অন্য চিকিৎসা পরিসেবা নিতে পারছে না গরিব মানুষ। ডেন্টাল কলেজ ও হাসপাতালের রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান ডাঃ রুদ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেন, 'পরিকাঠামোর অভাবে রোগীদের কিছু সমস্যা হচ্ছে এটা ঠিকই। তবে, বেশ কিছু ইনস্ট্রুমেন্ট এসেছে। দ্রুত সমস্যা মিটবে বলে আমরা আশা করছি।'

পাহাড়ের মন বুঝতে

প্রথম পাতার পর

দলীয় সূত্রেই জানা গিয়েছে, শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটিকে পাহাড়ে গিয়ে সমীক্ষা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ওই নির্দেশে বলা হয়েছে, প্রয়োজনে নিজেদের পরিচয় গোপন রেখে দার্জিলিং, কার্সিয়াং, কালিম্পং এবং মিরিকে গিয়ে সেখানকার সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলতে। মূলত তাঁদের রাজনৈতিক অবস্থানটা বোঝাই গেরুয়া বাহিনীর লক্ষ্য। অর্থাৎ বিমল গুরুংয়ের অনুপস্থিতিতে লোকসভা নির্বাচনে পাহাড়ের সমর্থন কোনদিকে যেতে পারে তা যাচাই করে নিতে চাইছে বিজেপি, যার ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে বিজেপির প্রার্থী নির্বাচন। জানা গিয়েছে, জয় সুনিশ্চিত বুঝতে পারলে বর্তমান সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুরিন্দর সিং আলুওয়ালিয়া অথবা জে পি নাড্ডাকে প্রার্থী করা হবে। অন্যথায় স্থানীয় কাউকে বেছে নেওয়া হবে। বর্তমান মোর্চা সভাপতি বিনয় তামাং যে বিজেপিকে সমর্থন করবেন না এবং পরিবর্তে তৃণমূলের জন্য মাঠে নামবেন, তা পরিষ্কার বিজেপি নেতৃত্বের কাছে। ফলে দার্জিলিং কেন্দ্রটি দখলে রাখার ক্ষেত্রে তাঁদের কাছে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেননা, পাহাড়ের ভোটপ্রাপ্তির ওপরই বরাবর নির্ভরশীল দার্জিলিং কেন্দ্রের জয়পরাজয়। এর জন্যই বিশেষ সমীক্ষার ওপর বিজেপি জোর দিচ্ছে বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা। বিজেপি সূত্রেই খবর, বর্তমান পাহাড় পরিস্থিতি, সমীক্ষা এবং প্রার্থী সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য আগামী সপ্তাহে শিলিগুড়িতে আসছেন বিজেপির কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক শিবপ্রকাশজি। তাঁর সঙ্গে আসার সম্ভাবনা রয়েছে কেন্দ্রীয়স্তরের আরও কয়েকজন নেতার।

এদিকে, বৃহস্পতিবার শিলিগুড়িতে বিজেপির সাত জেলার পদাধিকারীদের বৈঠকেও পাহাড় নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তবে শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অভিজিৎ রায়চৌধুরির দাবি, শুধু রথযাত্রা নিয়েই এদিন বৈঠক হয়েছে। সেই আলোচনায় প্রাধান্য পেয়েছে পাহাড়ের রথযাত্রার প্রসঙ্গও। তাঁর বক্তব্য, পাহাড়ের প্রত্যেকটি মহকুমাতেই রথ চালানো হবে। রথযাত্রা নিয়ে পাহাড়েও প্রচার করা হবে। বিজেপির উত্তরবঙ্গের কোঅর্ডিনেটর রথীন্দ্রনাথ বোস জানান, রথযাত্রা উপলক্ষ্যে প্রত্যেকটি বিধানসভা এলাকায় একটি করে জনসভা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রে মূল জনসভাটি হবে শিলিগুড়িতে। এদিনের বৈঠকে ছিলেন দলের রাজ্য সহসম্পাদক (সংগঠন) কিশোর বর্মন, রাজ্য সাধারণ সম্পাদক রাজু বন্দ্যোপাধ্যায়, কোচবিহার থেকে দলের জেলা সভাপতি মালতী রাভা, জেলার সাধারণ সম্পাদক সঞ্জয় চক্রবর্তী প্রমুখ।

তারকার নাম

প্রথম পাতার পর

দিলীপবাবুর ঘনিষ্ঠরা রায়গঞ্জ লোকসভা আসনকে নিরাপদ হিসাবে চিহ্নিত করেছে। সর্বভারতীয় বিজেপি নেতৃত্বের কাছে রায়গঞ্জ লোকসভা আসনের জন্য দিলীপবাবুর নাম জমা পড়েছে। সাংগঠনিক কারণে যদি দিলীপবাবু প্রার্থী হতে না পারেন সেক্ষেত্রে রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী করিম চৌধুরি রায়গঞ্জ লোকসভা থেকে বিজেপি প্রার্থী হতে পারেন। রায়গঞ্জ লোকসভা এলাকায় ভোটারদের একটি বড়ো অংশ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত। করিম সাহেব উত্তর দিনাজপুর জেলায় পরিচিত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তাই সম্ভাব্য প্রার্থী হিসাবে প্রবীণ এই নেতার নাম রয়েছে। আলিপুরদুয়ার লোকসভা আসনে বিজেপির দাবিদারের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। মাদারিহাট বিধানসভা আসনের বর্তমান বিধায়ক মনোজ টিগ্গা প্রার্থী হতে আগ্রহী। মনোজবাবু ইতিপূর্বে এই আসন থেকে দু-বার বিজেপির টিকিটে লড়াই করেছেন। একসময়ের আদিবাসী বিকাশ পরিষদের দাপুটে নেতা জন বার্লা বর্তমানে বিজেপিতে নাম লিখিয়েছেন। জন আলিপুরদুয়ারে লোকসভা নির্বাচনে লড়াই করতে চান। এছাড়া এই আসনে প্রার্থী হতে চান হাঁসিমারার বীরেন্দ্র বরা ওরাওঁ, কালচিনির অতুল সুব্বা এবং কুমারগ্রামের প্রাক্তন বিধায়ক মনোজ ওরাওঁ।

উত্তপ্ত ঘিরনিগাঁও

প্রথম পাতার পর

চোপড়া ব্লক কংগ্রেস সভাপতি অশোক রায় বলেন, 'চোপড়ায় ছোটোখাটো ঝামেলাতেও বোমাগুলি চালানো ইদানীং ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। এদিন আমাদের কর্মীকে রাস্তায় আটকে নির্মমভাবে মারধর করে তাঁর বাইক ছিনতাই করা হয়েছে। শাসকদলের সন্ত্রাস চলছে। তারা সংযত না হলে আগামীতে পরিস্থিতি মারাত্মক হতে পারে।' অভিযোগ অস্বীকার করে চোপড়ার বিধায়ক হামিদুল রহমান বলেন, 'কংগ্রেসের দুষ্কৃতীরা কোটগছে আমাদের কর্মীর বাড়িতে ঢুকে লুটপাট, ভাঙচুর চালানো সহ বোমাগুলি চালিয়ে সন্ত্রাস করেছে। অনেকেই জখম হয়েছেন। নিজেদের দোষ ঢাকতে ওরা আমাদের ঘাড়ে দায় চাপানোর ছক কষেছে।' তৃণমূলের উত্তর দিনাজপুর জেলার যুব সাধারণ সম্পাদক জিয়াউল হক বলেন, 'বিরোধীরা পরিকল্পিতভাবে আমাদের কর্মীদের বাড়ি বাড়ি ঢুকে হামলা করছে। এর ফল মোটেও ভালো হবে না।'

চিতাবাঘের হামলা থেকে শিক্ষা নিচ্ছে সাফারি কর্তৃপক্ষ

শিলিগুড়ি, ৮ নভেম্বর ঃ বেঙ্গল সাফারিতে টহলদারি ভ্যানে থাকা চালকদের কারও কোনো ধরনের প্রশিক্ষণ নেই। জঙ্গলে বন্যজন্তুদের সামনে পড়লে কী করতে হবে, কীভাবে নিজের প্রাণ বাঁচাতে হবে সেসব কিছুই জানা নেই তাঁদের। আর এই কারণেই বুধবার সাফারি পার্কে লেপার্ডের হামলার মুখে পড়তে হয়েছিল টহলদারি ভ্যানের চালক সুরিন্দর পাল সিংকে। আর এই ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়েই সাফারি পার্কের টহলদারি ভ্যানের চালকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বন দপ্তর। আগামী সপ্তাহ থেকেই তাঁদের প্রশিক্ষণ শুরু হবে। অপরদিকে, বুধবার রাতের ঘটনার জেরে বৃহস্পতিবার বন্ধ রাখা হয়েছিল লেপার্ড সাফারি। যাঁরা আগে থেকেই অনলাইন বুকিং করেছিলেন তাঁদের লেপার্ডের শেলটারের কাছ থেকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসা হয়।

সাফারি পার্কে আসা পর্যটকদের গাড়িতে সাফারির সময় কোনো পশুর হামলা হলে তাদের সরানোর জন্যে এনক্লোজারের ভেতরে একটি টহলদারি ভ্যান সবসময় থাকে। বুধবার বিকেলেও লেপার্ড সাফারিতে ছিল একটি টহলদারি ভ্যান। চালক সুরিন্দর পাল সিং এবং একজন বনকর্মী ছিলেন ওই ভ্যানে। অভিযোগ, শেষ সাফারির গাড়ি বের হওয়ার আগে এনক্লোজারের ভেতরেই টহলদারি ভ্যান থেকে নেমে পড়েন চালক সুরিন্দর। হেঁটে কিছুটা এগোতেই হঠাৎ করে তাঁর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে শচীন নামে লেপার্ডটি। প্রথমে সে সুরিন্দরের ঘাড় কামড়ে ধরে। সুরিন্দরের আর্তনাদেই গাড়িতে থাকা বনকর্মী বিষয়টি লক্ষ করেন। এরপরে তিনি লাঠি হাতে গাড়ি থেকে নেমে শচীনকে সেখান থেকে সরিয়ে দিয়ে সুরিন্দরকে উদ্ধার করে গাড়িতে তোলেন। এরপরেই সাফারির কর্তাদের খবর দেওয়া হলে দ্রুত তাঁকে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয়। এই ঘটনার পর থেকেই টনক নড়ে বন দপ্তরের। তাই সাফারিতে টহলদারির দায়িত্বে থাকা ভাড়ার গাড়ির চালকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সাফারি পার্ক সূত্রে খবর, যে তিনটি টহলদারি ভ্যান রয়েছে তার সবগুলিই ভাড়া নেওয়া। গাড়ির মালিকই চালক সমেত গাড়ি পাঠান সাফারি পার্কে। ফলে তাঁদের কারও কোনো প্রশিক্ষণ থাকে না। যদিও এনক্লোজারের ভেতরে যাতে গাড়ি থেকে কেউ না নামেন তা কাজে যোগ দেওয়ার সময় সতর্ক করে দেওয়া হয়। কিন্তু অভিযোগ, সুরিন্দর প্রায়ই এনক্লোজারের ভেতরে গিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়তেন। একাধিকবার বিষয়টি নিয়ে তাঁকে সাফারি কর্তাদের ধমকও খেতে হয়েছে। সাফারির ডিরেক্টর অরুণ মুখোপাধ্যায় নিজে তাঁকে বেশ কয়েকবার ডেকে সতর্ক করেছিলেন বলে জানা গিয়েছে। এদিকে, বুধবারের ঘটনার জেরে সাফারির কর্মীদের আরও বেশি সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। কেউই যাতে কোনোভাবেই এনক্লোজারের ভেতরে গাড়ি থেকে না নামেন সেই বিষয়টির উপরে বিশেষ নজর রাখতে বলা হয়েছে। সূত্রের খবর, কয়েকদিন আগেও এনক্লোজারের ভেতরে লেপার্ডের হামলায় আহত হয়েছেন একজন বনকর্মী।

বেঙ্গল সাফারির ফাইল চিত্র।

অন্যদিকে, লেপার্ডের হামলায় আহত সুরিন্দর চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছেন বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকেরা। তাঁর চিকিৎসায় যাতে কোনোরকম গাফিলতি না হয় তা দেখতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি দুজন বনকর্মীকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রাখা হয়েছে। জানা গিয়েছে, সুরিন্দরের ঘাড়ের কাছে এবং বুকে বেশ কয়েকটি ফ্র্যাকচার রয়েছে। তাঁকে অবজারভেশনে রাখা হয়েছে। সাফারি পার্কের ডিরেক্টর অরুণ মুখোপাধ্যায় বলেন, 'গতকালের ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে আগামীতে না হয় তার জন্যে আমরা চালকদের প্রশিক্ষণ দেব।'